হরিণাকুণ্ডুতে কর্মহীন মানুষের মাঝে এমপি’র খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলায় করোনা মহামারিতে লকডাউনে কর্মহীন হয়ে পড়া নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহ্জীব আলম সিদ্দিকী সমি খাদ্য ও ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে এমপি’র ব্যক্তিগত তহবিল থেকে দেওয়া পাঁচশতাধিক পরিবারকে এই খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

এম পি’র পক্ষ থেকে এসব খাদ্য ও উপহার সামগ্রী তুলে দেন ঝিনাইদহ পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি জীবন কুমার বিশ্বাস।
খাদ্য সহায়তার মধ্যে ছিলো চাল, সয়াবিন তেল, ডাল, আলু ইত্যাদি। লকডাউনে কর্মহীন হয়ে পড়া পরিবহন শ্রমিক, দোকান শ্রমিক, ভ্যান, রিকশা ও ইজিবাইক সহ শ্রমজীবী মানুষের মাঝে এইসব উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি রওশন আলী, এমপির বিশেষ সহকারী কামাল হোসেন, জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি আক্কাস আলীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

গাংনীতে নারী পুলিশের মোটরসাইকেলের ধাক্কায় প্রাণ গেলো খ্রীষ্টান বৃদ্ধের

নারী পুলিশের বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন সাতু মন্ডল (৮০) নামের এক বৃদ্ধ। ঘটনা শোনার পরেও গাংনী থানা

পুলিশ তিন ঘন্টা পার হেলো ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি।
নিহত সাতু মন্ডলের বাড়ি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের মিশনপাড়া এলাকায়।
আজ বৃহস্পতিবার (২৯ এপ্রিল) রাত সাড়ে ৭ টার দিকে পোড়াপাড়া আমঝুপি রাস্তার জুগিন্দা গ্রামের মধ্যে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মোটরসাইকেল চালক নারী পুলিশ শিমা খাতুনকে মটরসাইকেলসহ আটক করেছে।
শিমা খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের হজরত আলীর মেয়ে। সে বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত। বর্তমানে তার কর্মস্থল ঢাকার একটি থানাতে।
স্থানীয় ধানখোলা ইউপি সদস্য মফিজুল ইসলাম জানান, নিহত সাতু মন্ডল রাস্তার উপর দাড়িয়ে ছিলেন। এসময় শিমা খাতুন নামের ওই নারী পুলিশ সদস্য মোটরসাইকেলে বেপরোয়া গতিতে গিয়ে সরাসরি ধাক্কা মারে। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন সাতু মন্ডল। এসময় আহতাবস্থায় ওই নারী পুলিশ সদস্যকে উদ্ধার করেছে।
ওই নারী পুলিশ তার নানা বাড়ি জুগিন্দা গ্রামের তাহাজ্জদ আলী ওরফে তাজুর বাড়ি থেকে দ্রূতগতিতে আমঝুপি ফিরছিলেন। স্থানীয়রা জানান, ওই নারী পুলিশ মাদকাসক্ত হিসেবে এলাকাতে পরিচিত।
গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান,সড়ক দুর্ঘটনার ব্যাপারে আমার কাছে কোনো ইনফরমেশন নাই। তিনি আরো বলেন, এখন পর্যন্ত হ্মতিগ্রস্ত পরিবারের পক্ষ থেকে আমাকে কেউ কিছু জানায়নি। এব্যাপারে আমি কিছু বলতেও পারবোনা।

মেহেরপুরে করোনায় আরও এক জনের মৃত্যু, মোট ২০

মেহেরপুরে প্রাণঘাতী করোনো ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে রেহেনা খাতুন
(৬৩) নামের আরও এক জনের মৃত্যু হয়েছে।

তিনি মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার মাইলমারি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মেহেরপুর সরকারি হাসপাতালে করোনা ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুপুর দুইটার সময় মৃত্যু বরণ করেন। এ নিয়ে জেলায় মৃত্যুর

সংখ্যা দাড়ালো ২০ জনে।

এ দিকে আজ নতুন করে কেউ করোনায় আক্রান্ত হয় নি। জেলায় মোট করোনা রোগী দাঁড়াল ১৪ মার্চ ২০২১ থেকে আজ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ১৩৮ জন। এ পর্যন্ত সর্বমোট পজিটিভ ৯০৮ টি।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন জানান, ফলাফল এসেছে ১৮ টি। এর মধ্যে নতুন করে কোন করোনা রোগী শনাক্ত হয়নি। নমুনা পাঠানো হয়েছে ১৮ টি।

এ নিয়ে মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ২২(সদরে-০৮, গাংনীতে- ০৯, মুজিবনগরে- ০৫) জন।

এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৬৬০১ টি। মৃত্যু- ২০ জন (সদরে- ৯, গাংনীতে- ৯, মুজিবনগরে- ২), সুস্থ্য- ৭৯৮ জন, ট্রান্সফার্ড- ৬৬ জন।

সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মেনে নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস বজায় রাখাসহ মাস্ক ব্যাবহার, জন সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন।

মেহেরপুর সরকারী টেকনিক্যালে ২০১৫-১৭ ব্যাচের ইফতার মাহফিল

মেহেরপুর সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ ২০১৫-১৭ এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি ব্যাচের উদ্যোগে ও খন্ডকার তৌহিদ লিখনের নিজস্ব অর্থয়ানে ইফতার মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে ২০১৫-১৭ এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি ব্যাচের সকল ছাএ/ছাএীদের নিয়ে ইফতার মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আয়োজিত অনুষ্ঠানে খন্ডকার তৌহিদ লিখনও লিমন আহম্মেদ বলেন, রোজা মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে চলার শিক্ষা দেয়। হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি ও আত্ম-অহংকারবোধ ভুলে গিয়ে সুখি, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী সমাজ প্রতিষ্ঠার মাসই হলো পবিত্র মাহে রমজান। ইফতার মাহফিলের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে পাঠ এবং রমজানের ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

এ সময় সেখানে খন্ডকার তৌহিদ লিখন,রিয়াজুল শেখ, মারইয়াম তাসনিম জেরিন, জান্নাতুল ফৈরদোস, অনামিকা সাদিয়া,রজনী,লিমন,জাহাঙ্গীর,মনিরুল,আসিক রাব্বি,অমিত,মামুন,তারিম,ফয়সাল আহম্মেদ, রনি,মারুফ,নয়ন,আতিক,সালমান,ওয়ালিদ,সরকারী টেকনিক্যালে এস.এস.সি ও এইস.এস.সি ২০১৫/১৭ ব্যাচের অনেক শিক্ষাথী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মাহফিলের মোনাজাতে দেশর সকল পেশার মানুষের মঙ্গল কামনা করে দোয়া করা হয়।

গাংনীতে আনুষ্ঠানিকভাবে ধান কর্তন ও ব্লক প্রদর্শনী

গাংনীতে আনুষ্ঠানিকভাবে ধান কর্তন ও ব্লক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহষ্পতিবার দুপুরে গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ উপজেলার শিমুলতলা ব্লকের বাথানপাড়া মাঠে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবীদ কেএম সাহাবুদ্দীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক স্বপন কুমার খাঁ, গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ, রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপুসহ সরকারী কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিগন।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় রবি মৌসূমে

বোরো হাইব্রীড ধানের সমলয় চাষাবাদ ব্লক প্রদর্শনী ও ধান কর্তন অনুষ্ঠানে করোনাকালীণ সময়ে কৃষিকে সচল রাখা ও স্বল্প খরচে কিভাবে শস্য উৎপাদন ও কর্তন করা যায় তার বর্ণনা দেন। সেই সাথে কৃষি প্রণোদনার ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রীর দিক নির্দেশনাও তুলে ধরেন কৃষি অফিসার একএম সাহাবুদ্দীন।

দূর্ঘটনার কবলে মেহেরপুর প্রাণিসম্পদ অফিসের পিকআপ

দূর্ঘটনার কবলে পড়ে মেহেরপুর জেলা প্রাণি সম্পদ কার্যালয়ের পিক্যাপ ভ্যানটি (যার নম্বর- ঢাকা মেট্রো-ঠ ১১-২৬৫৫) দুমড়ে মুচড়ে গেছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে গাংনীর ছাতিয়ান নামক স্থানে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক যার নং-(ঢাকা মেট্রো-ড-১৪-৪২৫৮) তাকে ধাক্কা দিলে এটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। এসময় গাড়ি চালক সাজাহান আলী আহত হন। স্থানীয় জনতা ধাক্কা দেয়া ট্রাকটিকে আটক করেছে।

কি কারণে সরকারী গাড়িটি ছাতিয়ান নামক স্থানে গেল এবং কেন এ দূর্ঘটনা তা নিয়ে একেক কর্মকর্তা একেক ধরণের বর্ণনা দিয়েছেন। প্রকৃত ঘটনাটি ধামা চাপা দিতে তাদের এই বক্তব্য আলোচনায় এসেছে।

আহত চালক সাজাহান আলী জানান, জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা সাইদুর রহমান জরুরী প্রয়োজনে নিজ বাড়ি রংপুরে যাচ্ছিলেন। তাকে কুষ্টিয়াতে রেখে মেহেরপুরে ফেরার পথে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকটি গাড়ির ডান দিকে ধাক্কা দিলে এটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। একই কথা জানিয়েছেন জেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা সাইদুর রহমান।

অথচ জেলা প্রানী সম্পদ অফিসের প্রধান সহকারি মিলন জানান, গাংনীর মহাম্মদপুর বাজারে ভ্রাম্যমাণ ডিম দুধ বিক্রি ক্যাম্প চলছিল। সে ক্যাম্প পরিদর্শন করেন স্যার। পরে সেখানে থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পিক্যাপ ভ্যানটি।

চালক, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আর প্রধান সহকারীর বক্তব্যে গড়মিল হওয়ায় জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। একটি সুত্র জানায়, সরকারী

গাড়ি কোন কাজে নিয়ে যেতে হলে তার লগবুক সাথে নিয়ে মুভমেন্ট অর্ডার লিখতে হয়। জেলার বাইরে যেতে হলে জেলা প্রশাসন কর্তৃক অনুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে অন পেমেন্টে নিয়ে যেতে হয়। প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কীভাবে গাড়িটি নিয়ে গেলেন? এর জবাব প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা দেননি।

এদিকে অফিসের নানা জবাব দিহীতার মধ্যে পড়তে হবে ভেবে তিনি ভিন্ন বক্তব্য পেশ করেছেন। গাড়ির মেইন্টেনেন্সসহ যাবতীয় কাজ প্রধান সহকারীকে করতে হয়। গাড়ির গন্তব্য ও দূর্ঘটনার কারণে তাকেই জবাবদিহী করতে হবে বিধায় প্রধান সহকারী ঘটনাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছেন বলে মন্তব্য করেছেন অনেকেই।

আলমডাঙ্গায় পিস হিসেবে কিনে কেজিতে বিক্রি হচ্ছে তরমুজ

চলতি সিয়াম সাধনের মাস মাহে রমজান। সিয়াম সাধনের এ মাসে মৌসুমি ফলের কদর একটু বেশিই থাকে। এ বছর মৌসুমি ফল আম ও লিচু দেরিয়ে বাজার জাত হওয়ার কারণে কদর বেড়েছে পানীয় ফল তরমুজের। সারাদিন রোজা শেষে সন্ধ্যায় ইফতারির মুহুর্তে এক ফালি তরমুজ মুসল্লিদের তৃষœ◌াত্ব মনটাকে সতেজ করে তোলে।

মৌসুমি এ ফলটি প্রতি বছর ছোট-বড় পিস হিসাবে বিক্রয় করা হলেও এ বছর চড়া দামে কেজিতে বিক্রয় করছে ব্যবসায়ীরা। এ ফলটি নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে চলছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। ফল ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের কারণেই এ বছরের পানীয় ফল তরমুজ চড়া দামে বিক্রয় করছে বলে অভিযোগ তোলে সাধারণ ক্রেতারা।

জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলায় প্রায় কয়েকশত ফলের দোকান সহ ফুটপথের খুচরা বিক্রয় করা হচ্ছে পানীয় ফল তরমুজ। এ তরমুজ চলতি রমজানে পানিও পিপাসা মেটাতে গুরুত্বর ভূমি পালন করে। এ কারণেই এবছরে তরমুজ ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট বসিয়ে তারা অধিক মূল্যে বিক্রয় করছে।
সাপ্তাহিক আলমডাঙ্গা নির্বাহি কর্মকর্তা পুলক কুমার মন্ডল ও

উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি হুমায়ন কবির বাদশা রমজান মাসে নিয়মিত বাজার মনিটরিং কাজ করে আসছে। তরমুজ ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট রোধ করতে তারাও হিসমিস খাচ্ছে। প্রশাসনের উপস্থিতিতে ৩৫/৪০ টাকা দরে বিক্রয়ের দাবি করলেও চলে গেলে আবারো কেজিতে বিক্রয় হয় ১০/১৫ টাকা চড়া দামে।

আলমডাঙ্গায় পাইকারি তরমুজ বিক্রেতার সাথে কথা হলে তারা জানান,‘ আমরা চরাঞ্চল থেকে কেজিতে ক্রয় করেছি তরমুজ। এটি একটি পচনশীল ফল হওয়ায় পরিবহন ঝুঁকিতে থাকতে হয়। করোনাকালীন সময়ে পরিবহন খরচ ও এ ফলের উচ্চ দরের কারণে আমরাও এ বছর ফল বিক্রয়ে জবাব দিহিতার মধ্যে পড়তে হচ্ছে”।

খুচরা ফল ব্যবসায়ী আতিয়ার রহমান, সুমন জানান,‘ গত বছর তরমুজ ফল পিস হিসাবে বিক্রয় করেছি। এ ফল বিক্রয়ে ব্যাপক লোকসানেও পড়তে হয়েছে। এ ফল পিস হিসাবে বিক্রয় করা হলেও তা চাহিদা ছিলো অনেক কম। কিন্তু এ বছর তরমুজ ফল মানুষের মধ্যে কেনো এত কৌতুহল”।

গতকাল বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক আলমডাঙ্গা বাজারে ঘুরে যে চিত্র দেখা যায়, আনন্দধাম এলাকায় কয়েক জন ফুটপথের পাশেই খুচরা ও পাইকারী তরমুজ বিক্রয় করছে। একেকটি কেজি ৩/৮ কেজি পর্যন্ত। দাম ও প্রায় ৩শত টাকা থেকে ৫শত টাকার উর্ধে।

এবিষয়ে তরমুজ ক্রেতা বকসিপুর গ্রামের আজিবর বলেন, বয়সে কোন দিন এত টাকা দিয়ে তরমুজ কেনা হয়নি। নাতিদের জন্য একটি তরমুজ ৩শত ২০ টাকায় কিনেছি। বেলগাছি গ্রামের আমজেদ বলেন, ছোট সাইজের একটি তরমুজ নিবো এমটা ভেবে দোকানে গিয়েছিলাম। তরমুজের দাম বেশি হওয়ায় কেনার সামর্থ না হওয়ায় বাড়ি ফিরে যাচ্ছে বলেও তিনি জানান। এবিষয়ে উপজেলা নির্বাহি অফিসার পুলক কুমার মন্ডল জানান,“ তরমুজ নিয়ে বর্তমানে জনসাধারণের মাঝে বিতর্কের স্থান নিয়েছে। আমরা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক বাজার মনিটারিং করা হচ্ছে। কেউ যদি উচ্চ মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করে তাদের ভোক্তা অধিকার আইনে শাস্তি দেওয়া হবে।

এছাড়াও তিনি আরো বলেন, আমরা তরমুজের দোকানে গিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্ঠা করছি। বিক্রেতার কেজি দরে কিনে তারাও কেজি দরে বিক্রয় করছে। তাদের ক্রয় মেমো আমরা যাচাই বাছাই করেছি।

আলমডাঙ্গায় মাস্ক না পরায় রোদে বসিয়ে শাস্তি

আলমডাঙ্গায় করোনা সংক্রমণ রোধে মাস্ক না পরায় কয়েকজন যুবককে ঘন্টা ব্যাপি রোদে বসিয়ে শাস্তি দিয়েছে থানা পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে পৌর এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন। এছাড়াও জেলা পুলিশের উদ্যেগে শহরে সাধারণ মানুষের নিকট মাস্ক বিতরণ করেন।

জানা গেছে, দেশে বেড়েছে করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ধাপের সংক্রমণ। সরকারের দেওয়া সর্বাতœক লকডাউনের ১৪ দিন পার হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে দোকান ও শপিং মল খোলা রাখা নির্দেশ দিয়েছে সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় জেলা পুলিশের উদ্যেগে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ শতভাগ মাস্ক পরিধান নিশ্চিতে বিভিন্ন উদ্যেগ গ্রহণ করেন।

আলমডাঙ্গা শহরে প্রতিদিন থানা পুলিশের উদ্যেগে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখাসহ শতভাগ মাস্ক পরিধানে প্রচার প্রচারণা করেন। এছাড়াও মাস্ক বিতরণ করেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার দিকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃতে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

এ অভিযান পরিচালনাকালে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মাসুদুর রহমান ও পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) দেবব্রত রায়।

এ সময় সকাল ১১ টার দিকে মাস্ক না পড়ে ঘুরে বেড়ানোর অপরাধে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। মাস্ক না পরার অপরাধে ঘন্টা ব্যাপি প্রখর রোদে বসিয়ে সাজা দেয় থানা পুলিশ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]